# HSC
# একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

টপিক – ০১ স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা

# টপিক



## আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা

টপিক ০২: স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব

টপিক ০৩: স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

টপিক ০৪: স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৫৭)

টপিক ০৫: স্নায়ুযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৮-১৯৬৪)

টপিক ০৬: স্নায়ুযুদ্ধের চতুর্থ পর্যায় (১৯৬৬-১৯৭৫)

টপিক ০৭: স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)

# স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা



স্নায়ুযুদ্ধ (Cold War) এমন এক প্রকার যুদ্ধাবস্থাকে নির্দেশ করে যা যুদ্ধও নয় আবার যুদ্ধের অনুপস্থিতি বা শান্তিও নয়। স্নায়ুযুদ্ধকে কেউ কেউ অস্বস্তিকর শান্তি (Uneasy Peace) বলেও অভিহিত করেছেন। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়কে সশস্ত্র শান্তির যুগ বললে অত্যুক্তি হবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জয়লাভ করলেও তাদের বিধ্বস্ত অর্থনীতির কারণে বিশ্বকে পূর্বের মতো নেতৃত্ব দেয়ার অবস্থায় ছিল না। যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে তার ক্ষমতা খর্ব করে ফেলা হয়। জাপান, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চীনের উত্থান ঘটে; তবে তখন পর্যন্ত চীন পরাশক্তি হয়ে ওঠার মতো অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে পারেনি। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের ফলে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু আদর্শগতভাবে এ দুটি রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সমাজতন্ত্রের সূতিকাগার।

# স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা



স্নায়ুযুদ্ধের কিছু সংজ্ঞা (Some Definitions of Cold War)

স্নায়ুযুদ্ধকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

অধ্যাপক আর, কে. গ্রেথপ বলেন, 'স্নায়ুযুদ্ধ ছিল কমিউনিস্ট শক্তি বনাম বাকি বিশ্বের দ্বন্দ্ব'।

অধ্যাপক এফ, এলিয়ট এবং এম. সুমারস্কিল-এর মতে, 'স্নায়ুযুদ্ধ এমন এক ধরনের উত্তেজনা যার উপস্থিতিতে রাষ্ট্রসমূহের প্রতিটি পক্ষ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য এবং অপরপক্ষের শক্তি খর্ব করার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে থাকে যাতে করে প্রকৃত যুদ্ধের সময় একপক্ষ অপরপক্ষকে বেকায়দায় ফেলতে পারে।'

অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেল-এর মতে, 'স্নায়ুযুদ্ধ বলতে সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং তাদের প্রবক্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ঘটনাকে বোঝায়।'

অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে, 'স্নায়ুযুদ্ধ হলো যুদ্ধের একটি নতুন কৌশল। স্নায়ুযুদ্ধ এমন একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যেখানে যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুতি চলতে থাকে।'

অধ্যাপক ওয়াল্টার রেমন্ড বলেন, 'স্নায়ুযুদ্ধের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতাদর্শগত প্রতিবন্ধকতার পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়।'

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

টপিক – ০২ স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব

# স্নায়ুযুগ্মের উদ্ভব

This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগত কারণে পরস্পরের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিবাদের ব্যাপক প্রসারে উদ্বিগ্ন হয়ে মিত্রপক্ষের মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল সব বিভেদকে দূরে ঠেলে সোভিয়েত রাশিয়াকে মৈত্রী জোটে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই রুজভেল্টের মৃত্যু এবং উইনস্টন চার্চিল ক্ষমতাচ্যুত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে যথাক্রমে হ্যারি এস. ট্রুম্যান ও এটলি ক্ষমতাসীন হন। এ দুজনই পূর্বের দুজন বিশ্ব নেতার চেয়ে অনেকটা অদূরদর্শী এবং অসহনশীল রাজনীতিবিদ ছিলেন। ফলে মিত্রপক্ষের বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মাঝে বিশ্বযুদ্ধকালীন যে সমঝোতা ছিল তা বিনষ্ট হয়।

# স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব



রাশিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) তার পশ্চিম সীমান্ত পথে বরাবরই জার্মানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার হুমকির মুখে ছিল। এজন্য ইয়াল্টা বৈঠকে (১৯৪৫) স্ট্যালিন উল্লেখ করেছিলেন যে, পোল্যান্ড, রুমানিয়া তথা বাল্টিক সীমান্ত পথে রাশিয়া তার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকারকে মেনে নেবে না। ইতিহাসবিদ আইজাক ডয়েন্সের (Isaac Deutscher) এর মতে, 'রাশিয়ার এ নীতি ছিল তার আত্মরক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।' এজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ কয়েক মাস সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনী মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের সম্পূর্ণ অংশ দখল করে নেয়। রুশ বাহিনী পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর কমিউনিস্ট দলগুলোকে সাহায্য করতে থাকে। এদিকে পেন্টাগনের সামরিক আমলারাও পূর্ববর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের উদারনীতির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তারা নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কড়া নীতি প্রয়োগের জন্য প্ররোচিত করেন। এর ফলে রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে।

# স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব



স্নায়ুযুদ্ধ (Cold War) কথাটির ব্যবহার সম্ভবত ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকেই শুরু হয়। এ বছরের একেবারে শুরুর দিকে মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) রুশ-মার্কিন সম্পর্কের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন 'We are in the midst of a cold war.' এর কিছুদিন পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিসৌরীর ফুলটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের উপস্থিতিতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'বাল্টিকের স্টেটিন থেকে আড্রিয়াটিকের ট্রিয়াস্ট পর্যন্ত এই মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটি লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে।" তিনি ইঙ্গ-মার্কিন সম্মিলিত প্রয়াসে এর মোকাবিলার আহ্বান জানান। তার এ বক্তব্যের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী বার্নার্ড বাবুচ (Bernard Baruch) যিনি পরবর্তীতে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের একজন সক্রিয় অংশীদার ছিলেন, তিনি মন্তব্য করেন, 'Let us not be deceived, we are today in the midst of a cold war.' চার্চিল যে স্নায়ুযুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বাবুচ সে যুদ্ধকে সরাসরি Cold War বলে উত্থাপন করেন। এরপর মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ওয়াল্টার লিপম্যান রুশ-মার্কিন সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে Cold War কথাটি ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বহু সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, তাদের লেখনীতে, বক্তৃতায় শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার করেন।

# স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব



স্নায়ুযুদ্ধ উদ্ভবের কারণ (Causes of the Rise of Cold War)

স্নায়ুযুদ্ধের মূল কারণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরস্পরবিরোধী আদর্শিক দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করা হলেও কতিপয় বাস্তব সমস্যা এতে ইন্ধন যোগায়। যেমন-

১. ইরান নিয়ে মতপার্থক্য (Conflict over Iran Issue): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনী ইরান দখল করেছিল। যুদ্ধের পর ইরান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

২. জাপানে আক্রমণ সংক্রান্ত বিরোধ (Conflict over Invasion in Japan): ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার জাপানে যুদ্ধ করার কথা ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে সে সুযোগ না দিয়ে আণবিক বোমা ফেলে জাপান দখল করে নিলে রাশিয়া এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

৩. গ্রিসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ (Internal Conflict of Greece); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি গ্রিস দখল করলে ব্রিটিশ বাহিনী গ্রিসকে মুক্ত করে। কিন্তু গ্রিসের ফ্যাসিবাদবিরোধী জনগণের সাথে বিরূপ আচরণ করায় ইংরেজ সেনারা গ্রিসে টিকতে পারছিল না। কেননা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় গ্রিক কমিউনিস্টরা সেখানকার রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দুটি গোপন নথি মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ডিন এরিকসনের হাতে আসে। এতে বলা হয়েছিল, 'সোভিয়েত সহায়তায় গ্রিক কমিউনিস্টরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদের যে লড়াই করছে তাতে ব্রিটিশ সেনারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

# স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব



৪. তুর্কি বিদ্রোহ (Turky Rebellion): ১৯৪৫-৪৭ সময়কালে তুরস্কের ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের তিক্ততা সৃষ্টি হয়। তুরস্ককে রাশিয়া ১৯৩৬ সালের 'মন্টুক্স চুক্তি' (Montreux Convention) ভেঙে নতুন চুক্তি সম্পাদনের জন্য চাপ প্রদান করে। নতুন চুক্তিতে রাশিয়া দার্দানেলিশ ও বসফোরাস প্রণালিতে অবাধে রুশ নৌ চলাচলের সুবিধাসহ বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা দাবি করে। এতে মধ্যপ্রাচ্যের তেল খনিগুলো রাশিয়ার হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্রিটেন গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানায়।

৫. রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি (Increase of Russian Defence Power): ১৯৪৯ সালে রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন) পারমাণবিক বোমার অধিকারী হয়।

৬. ফুলটন বক্তৃতা (Fulton Speech): অনেকে মনে করেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের ফুলটনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা থেকেই স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত।

৭. তৃতীয় বিশ্বে শূন্যতা সৃষ্টি (Vacuum in Third World): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন হলেও এসব দেশ চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়। এ সুযোগে এসব দেশে সহায়তার আড়ালে প্রভাব বিস্তার করার জন্য রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে প্রচেষ্টা চালায়।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

টপিক – ০৩ স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

# স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল | |
|---|---|---|
| | ক | খ |
| | গ | ঘ |

# স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান



স্নায়ুযুদ্ধের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর থেকেই স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব। তাত্ত্বিকভাবে অবশ্য এ দাবিকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা, যদি রাজনৈতিক আদর্শবাদকেই স্নায়ুযুদ্ধের মূল কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে এ সময়কাল গ্রহণযোগ্য। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে যদি মূল্যায়ন করা হয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে, স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে। এ সময় জার্মানি তথা অক্ষশক্তির পরাজয় অনেকটা নিশ্চিত হওয়ায় যুদ্ধপরবর্তী পৃথিবীর ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রশ্নে পূর্ব-পশ্চিম স্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। রুজভেল্ট ও চার্চিল যুদ্ধকালীন বাস্তবতা মাথায় রেখে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে ইয়াল্টা সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সাথে সমঝোতায় এসেছিলেন। বিনিময়ে ক্রিমিয়ার এ সম্মেলনে রুশ সরকার যে আতিথেয়তা দিয়েছিলেন চার্চিল-এর ভাষায় তা অসাধারণ। তবে যুদ্ধের পরপরই রুজভেল্টের মৃত্যু ও চার্চিলের ক্ষমতাচ্যুতি ইয়াল্টার সমঝোতা ধরে রাখতে দেয়নি। পরবর্তী পটসডাম সম্মেলনেই (১৭ জুলাই, ১৯৪৫) বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কয়েকটি পর্যায় লক্ষ করা যায়-

# স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান



ক. প্রথম পর্যায় (১৯৪৫-১৯৫৩)
খ. দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৫৭)
গ. তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৮-১৯৬৪)
ঘ. চতুর্থ পর্যায় (১৯৬৬-১৯৭৫)
৫. পঞ্চম পর্যায় (১৯৭৫-১৯৯১)

### প্রথম পর্যায় (First Phase)

এটি স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা পর্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন জোটের দ্বন্দ্ব শুরু হলেও প্রকৃত স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ট্রুম্যান ডকট্রিন ঘোষণার পর থেকে এবং ১৯৫৩ সালে কোরিয়ান যুদ্ধের অবসানের মধ্য দিয়ে এ পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময়কালের মধ্যে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের উদ্ভব, চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা, জর্জ কিন্নানের থিসিস, ট্রুম্যান ডকট্রিন, মার্শাল পরিকল্পনা, বার্লিন সংকট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামরিক জোট গঠন, ইয়াল্টা সম্মেলন, পটসডাম সম্মেলন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন ইত্যাদি ঘটনা বিশ্বকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে ফেলে। ইয়াল্টা সম্মেলন (Yalta Conference); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানির পতন আসন্ন হলে ইউরোপের পুনর্গঠন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী প্রদেশ ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা নগরীতে বিশ্বনেতৃবর্গ মিলিত হন। এ সম্মেলনের প্রভাবশালী তিন বিশ্বনেতা ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন। এ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবর্গ জার্মানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিন শক্তির সেনাদল দ্বারা অধিকারের কথা বলেন।

মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে রুশ দখলদারিত্ব (Russian Occupation in the Middle and Eastern Europe): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই সোভিয়েত-জার্মান গোপন চুক্তির (Molotov-Ribbentrop Pact) অংশ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের কতিপয় রাষ্ট্রকে তার অর্ন্তভুক্ত করে নেয়। জার্মানির পতনের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব প্রাশিয়ার বৃহৎ অংশ, চেকোশ্লোভাকিয়ার কাপার্থে বুঠেনিয়া অঞ্চল, রুমানিয়ার বুকোভিনা অঞ্চলসহ গোটা পূর্ব ইউরোপ দখল করে নেয় এবং যতদিন না মিত্রপক্ষের সাথে এ অঞ্চলগুলোর চুক্তি হয় ততদিন এ অঞ্চলে সোভিয়েত-রুশ সৈন্য মোতায়েন থাকবে বলা হয়। তবে ইয়াল্টা সম্মেলনে বলা হয়েছিল, রুশ সৈন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে এ অঞ্চলগুলোতে সরকার গঠন করা হবে।

ফুলটন বক্তৃতা (Fulton Speech): ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ এক বক্তৃতায় প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বলেন, মিত্রশক্তির জয়লাভের ফলে যে আলোকবর্তিকা দেখা দিয়েছিল তার ওপর একটি ছায়া নেমে এসেছে। কেউ জানে না, সোভিয়েত রাশিয়া বা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনগুলো অদূর ভবিষ্যতে কী করতে চলেছে। বাল্টিক-এর স্টেটিন (Stettin) থেকে শুরু করে আড্রিয়াটিক-এর ট্রিয়েস্টে (Trieste) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর একটা লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে।' তিনি আরও বলেন, 'এ লৌহ যবনিকার অন্তরালে কী সব ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে মুক্ত পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষেরা জানতে পারছে না।' তিনি এ বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।'

কিল্লানের থিসিস প্রকাশ (Thesis of Kennan): ফুলটন বক্তৃতার পর মার্কিন প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। তারা সম্ভাব্য কমিউনিস্ট আগ্রাসনের ভয়াবহতায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং তা প্রতিরোধের উপায় অনুসন্ধান করতে থাকে। এমন সময়, মস্কোর মার্কিন দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জর্জ কিন্নান 'এক্স (X)' ছদ্মনামে 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি ভিন্ন একটি বিশ্লেষণে দেখান যে, রাশিয়ার জনগণ যুদ্ধক্লান্ত হওয়ায় স্ট্যালিন সরাসরি মার্কিনিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অবস্থায় নেই। কিন্তু রুশ সমাজে নিরাপত্তাহীনতার বোধ ঐতিহ্যগত। এর ফলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ সংক্রান্ত রুশনীতি থেকে মস্কো কোনোক্রমেই পিছু হটবে না। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মস্কোর শক্তি বিস্তারের চাপ রুখতে হবে দৃঢ় ও সতর্কভাবে 'বোতলবন্দি' করার মাধ্যমে। অর্থাৎ মস্কোর প্রভাব বলয়কে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গ্রিস ও তুরস্কে মার্কিন নীতি (Policy of the USA in Greece and Turkey): মার্কিন প্রশাসন লক্ষ করেছিল, যেখানেই দারিদ্র্য ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান সেখানেই রুশীয় সাম্যবাদ বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তারা আরও খেয়াল করেছিল যে, গ্রিসের ব্রিটিশবাহিনী বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হলে গ্রিস কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবে। ফলে তুরস্কেরও রাশিয়ার হাতে চলে যেতে দেরি হবে না। গ্রিস ও তুরস্ক হাতছাড়া হয়ে গেলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবে। এজন্য ট্রুম্যান গ্রিসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, ব্রিটিশ বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে যান। মার্কিন সহায়তা পেয়ে গ্রিক বিদ্রোহীরা সফল হতে পারেনি।

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan): গ্রিসে মার্কিন নীতি সফল হওয়ায় ঠান্ডা লড়াই আরও ঘনীভূত হয়। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এক সভায় তার 'মার্শাল পরিকল্পনা' প্রকাশ করেন। এ পরিকল্পনায় তিনি বলেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে না। এজন্য তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য মার্কিন সাহায্যের প্রস্তাব করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এ সাহায্য গ্রহণ ইউরোপের সব দেশের জন্য উন্মুক্ত ছিল। মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় ইউরোপের মোট ১৬টি দেশ অন্তর্ভুক্ত হলে রাশিয়ার (সোভিয়েত ইউনিয়ন) পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ মন্তব্য করেন- এ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে গ্রহীতা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। এ পরিকল্পনাকে তিনি 'ডলার ইমপিরিয়ালিজম' বলে ব্যঙ্গ করেন। রাশিয়ার চাপে ইউরোপের ৮টি দেশ এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। মার্শাল পরিকল্পনার পথ ধরে' বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ডস একটি সাধারণ শুল্ক নীতির অধীনে 'BENELUX' গঠন করে। ১৯৪৮ সালের মার্চে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এতে যোগ দিয়ে ব্রাসেলসে সন্ধি জোট গঠন করে। এ সন্ধিতে বলা হয় ৫০ বছরের জন্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলো পারস্পরিক আত্মরক্ষা, সংস্কৃতি বিনিময় ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে।

# স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান



বার্লিন অবরোধ' (Berlin Blockade)

মার্কিন মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আঘাত ছিল বার্লিন অবরোধ। সাবেক জার্মানির রাজধানী বার্লিনকে মিত্রপক্ষ ৪ ভাগে বিভক্ত করে শাসন করছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অধিকৃত এলাকাগুলো একত্র করে একটি সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা করলে স্ট্যালিন ক্ষুব্ধ হন। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৪ জুন পশ্চিমের সাথে পূর্ব বার্লিনের সড়ক ও রেলপথ কেটে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। এর ফলে পশ্চিম বার্লিনের ৩ মিলিয়ন জার্মান খাদ্য ও অন্যান্য জরুরি দ্রব্যাদি সরবরাহের সংকটে পতিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ অবরোধের মাধ্যমে পশ্চিম বার্লিনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে চেয়েছিল।

## ন্যাটো গঠন (Formation of NATO).

সোভিয়েত ইউনিয়নের অতি দ্রুত বার্লিন অবরোধের সামর্থ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের চিন্তিত করে তোলে। এর ফলে ঠান্ডা লড়াই চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোকে রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব অনুভব করে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রাসেলস চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল NATO (North Atlantic Treaty Organization) গঠনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের ১১টি দেশের সাথে ২০ বছরের জন্য আত্মরক্ষামূলক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। পরে গ্রিস ও তুরস্ক ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ চুক্তিতে বলা হয় চুক্তিভুক্ত কোনো রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা হলে অপর সদস্যরা নিজেদের ওপর আক্রমণ বলে গণ্য করবে। ন্যাটো গঠনের পরপর সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট দেশগুলো নিয়ে সামরিক জোট গঠনে তৎপর হয়।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

টপিক – ০৪ স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৫৭)

# স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৫৭)

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৫৭)



আইজেনহাওয়ার ও জেনেভা সম্মেলন (Eisenhower and Geneva Conference)

স্ট্যালিনের মৃত্যু দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে। আর এ জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের (D. Eisenhower) জেনেভা সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৫৫ সালে আইজেনহাওয়ার এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন জেনেভাতে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে কতিপয় বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেন। যেমন- পারমাণবিক অস্ত্রের নির্বিচার উৎপাদন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা।

# স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৫৭)



সিয়াটো এবং মিডো গঠন (Formation of SEATO and MEDO)

আইজেনহাওয়ার ছিলেন তার শাসনের আগের ২০ বছরের মধ্যে প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট। তিনি ছিলেন খোলামেলা মানসিকতার অধিকারী। যদিও তিনি তার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নীতিই অনুসরণ করেন তবে, কৌশল হিসেবে আলাপ-আলোচনাকে বেছে নেন। ১৯৫৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি SEATO" চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৫৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি Middle East Defence Organization (MEDO) গড়ে তোলেন। SEATO এবং MEDO ন্যাটোর সাথে যুক্ত হলে এশিয়া, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোটের এক মাকড়সার জালের মত নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। এসব মোর্চা গঠনের মাধ্যমে আইজেনহাওয়ার ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবরকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত। এর ফলে স্নায়ুযুদ্ধ প্রশমনের পরিবর্তে তীব্র হয়ে ওঠে।

# স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৫৭)



ওয়ারস চুক্তি” (Warsaw Pact)

প্রায় তিন দশক নিজ দেশে এবং প্রায় এক দশক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নকে অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। তার নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন আণবিক শক্তি অর্জন করে। মহাকাশে স্পুটনিক প্রেরণ করে রাশিয়া তার ক্ষমতার পরিচয় দেয়। মার্কিন জোট ন্যাটো গঠন করলে কমিউনিস্ট দেশগুলো রাশিয়ার নেতৃত্বে ওয়ারস (Warsaw) নামক সামরিক জোট গঠন করে। যদিও স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী বিশ্বের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করেছিল। তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো তৎপরতাকে তারা হালকাভাবে নেয়নি। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র (German Federal Republic-GFR) গঠিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অধিকৃত জার্মান অঞ্চলে GDR (German Democratic Republic) গঠন করে।

# স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৫৭)



সুয়েজ খাল সংকট (Crisis of Suez Canal)

এ সময়কালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সুয়েজ খাল সংকট। ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশ বাহিনী মিশর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে সেখানে সামরিক শক্তিশূন্যতা সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশরে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। মিশরের রাষ্ট্রপতি জামাল আবদেল নাসের (Gamal Abdel Nasser) নীলনদের ওপর 'আসোয়ান' বাঁধ (Aswan Dam) নির্মাণের জন্য মার্কিন সাহায্য প্রার্থনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুরুতে সাহায্যদানে সম্মত হলেও পরে অস্বীকার করে। ক্ষিপ্ত হয়ে নাসের 'সুয়েজ খাল' জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়। এতে ফ্রান্স ও ব্রিটেন যৌথভাবে মিশর আক্রমণ করে; সোভিয়েত ইউনিয়ন নাসেরের পক্ষাবলম্বন করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রহস্যজনক কারণে ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে সরাসরি সমর্থন জানায়নি। তবে নাসেরকে সোভিয়েতের সমর্থন রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধকে উত্তপ্ত করে তোলে।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

টপিক – ০৫ স্নায়ুযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৮-১৯৬৪)

# স্নায়ুযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৮-১৯৬৪)

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# স্নায়ুযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৮-১৯৬৪)

এ সময়কালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মহাকাশ গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করলে কোনো কোনো মহল ধারণা করেছিল যে, উভয়পক্ষের মধ্যে লড়াই হয়তো স্তিমিত হবে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত নেতা নিকোলাই ক্রুশ্চেভ (Khrushchev) ঘোষণা করেন যে, 'মিত্রপক্ষীয় সেনাকে ৬ মাসের মধ্যে পশ্চিম বার্লিন থেকে অপসারণ করতে হবে। ফলে উভয়পক্ষে নতুন করে বার্লিন সংকট সৃষ্টি হয়। এ সংকট দূর করতে ১৯৫৯ সালে ক্রুশ্চেভ মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সাথে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্পডেভিড-এ। এ সম্মেলনে সোভিয়েত নেতা তার সামরিক খাতে ব্যয় ও সামরিক বিভাগে কর্মচারী সংখ্যা হ্রাস করার ঘোষণা দেয়। কিন্তু এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোয়েন্দা বিমান 'ইউ-২' সোভিয়েত আকাশসীমা অতিক্রম করলে সোভিয়েত বাহিনী তাকে গুলি করে। এতে উভয়পক্ষের তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৬০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য উভয় নেতার শীর্ষ সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি (John F. Kennedy) বার্লিন সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রুশ্চেভকে পুনরায় প্রস্তাব দেন।

# স্নায়ুযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৮-১৯৬৪)



জুন মাসে ভিয়েনায় কেনেডি-ক্রুশ্চেভ সাক্ষাৎ হলেও ক্রুশ্চেভ এ ব্যাপারে নরম হননি। ফলে জুলাই মাসে আমেরিকা নতুন করে সমরসজ্জার ঘোষণা দেয়। ক্রুশ্চেভও জানিয়ে দেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করবে না তবে অপরপক্ষ যদি যুদ্ধের হুমকি দেয় তবে সে চুপ করে বসে থাকবে না। ফলে উভয় শিবিরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এ সময়কালের অপর উল্লেখযোগ্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হলো কিউবা মিসাইল সংকট। কিউবা ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মুখে ছিল। ১৯৬২ সালের ১১ অক্টোবর সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করে যে, কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করবে। এ সোভিয়েত ঘোষণা 'মুনরো ডকট্রিনের' ওপর ছিল সরাসরি এক চ্যালেঞ্জ। এর ফলে আমেরিকার কেনেডি সরকারও ব্যাপক সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ২২ অক্টোবর কেনেডি ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেকোনো আক্রমণ সে রুখে দিতে সক্ষম। শেষ পর্যন্ত ক্রুশ্চেভ পিছু হটলে এ উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

# স্নায়ুযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৮-১৯৬৪)



১৯৬৩ সালে কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হলে ক্ষমতায় আসেন লিনডন বি. জনসন (Lyndon B. Johnson)। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ ক্ষমতাচ্যুত হলে ক্ষমতায় আসেন আলেক্সেই কোসিগিন (Alexei Kosygin)। দুই পরাশক্তির শীর্ষ পদে পরিবর্তনের ফলে স্নায়ুযুদ্ধের চিত্রও পাল্টে যায়। ফলে পঞ্চাশের দশকে যে তীব্র স্নায়ুযুদ্ধের উত্তাপ বিশ্বকে প্রতিনিয়ত উত্তেজিত করছিল তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

টপিক – ০৬ স্নায়ুযুদ্ধের চতুর্থ পর্যায় (১৯৬৬-১৯৭৫)

# স্নায়ুযুদ্ধের চতুর্থ পর্যায় (১৯৬৬-১৯৭৫)

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# স্নায়ুযুদ্ধের চতুর্থ পর্যায় (১৯৬৬-১৯৭৫)



এ পর্যায়ে দ্বন্দ্বের নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন যে, অস্ত্র উৎপাদনের পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে অর্থ ব্যয় বিশ্বশান্তির জন্য সহায়ক হবে। এর ফলে ওয়াশিংটন ও মস্কো নিজেদের যাবতীয় বিরোধ মিটিয়ে ফেলার কথা ঘোষণা করে। উভয়পক্ষই ক্ষতিকর অস্ত্রসমূহের বিস্তার রোধ ও ভবিষ্যতে যেন কেউ এ সমস্ত অস্ত্র উৎপাদন করতে না পারে সে ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে সম্মত হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের (Richard Nixon) সময় ক্রেমলিনের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত থাকে এবং SALT (Strategic Arms Limitation Talks)" এর যাত্রা শুরু হয়। এ সময় মস্কো, বেইজিং ও ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিন্যস্ত হয়। ১৯৭২ সালে চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদসহ জাতিসংঘের সদস্যপদ পেলে বিশ্ব রাজনীতির নতুন মেরুকরণ হয়। চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে পারস্পরিক স্বার্থে উভয়ে নিকটবর্তী হয়। এর ফলে সোভিয়েত প্রাধান্য কিছুটা হ্রাস পায়।

# স্নায়ুযুদ্ধের চতুর্থ পর্যায় (১৯৬৬-১৯৭৫)



ইউরোপের স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ছিল জার্মানি এবং পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ। পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডিট-এর নেতৃত্বে পোল্যান্ডের সাথে সীমানা সংক্রান্ত একটি চুক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে সমর্থ হলে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তাপ কমে যায়। কমিউনিস্ট ব্লকের সাথে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মানি আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে বার্লিনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাও কমে যায়। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করলে পরিস্থিতির আরও উন্নতি ঘটে। ১৯৭৫ সালে Conference on Security and Co-operation in Europe অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে উত্তেজনা হ্রাস পায়।

এ সময়কালের অপর গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল 'হেলসিংকি সম্মেলন'। এ সম্মেলনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে অর্থাৎ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর উচিত হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ফেলা।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

টপিক – ০৭ স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)

# স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)



এ সময় দুই পরাশক্তির মধ্যে সমঝোতার ফলে বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা আরও হ্রাস পায়। ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সল্ট-১ এবং সল্ট-২ চুক্তি স্বাক্ষর করলে স্নায়ুযুদ্ধের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এ সময়কালে উভয়শক্তি বিশ্বে কিছু তৎপরতা চালায় যা স্নায়ুযুদ্ধকে সাময়িকভাবে উস্কে দেয়। যেমন- আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন, লিবিয়ায় মার্কিন বিমান হামলা, কম্পুচিয়া বা কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামের আগ্রাসন, নিকারাগুয়ায় কন্ট্রা বিদ্রোহীদের মার্কিন সাহায্য প্রদান, ইসরাইলের আগ্রাসী তৎপরতা, চীন-মার্কিন সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি। ইতোমধ্যে সোভিয়েত অর্থনীতির মন্দাদশা দূর করার জন্য সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভতার 'পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত নীতি' ঘোষণা করেন। 'পেরেস্ত্রোইকা' অর্থ 'পুনর্গঠন' আর 'গ্লাসনস্ত' অর্থ 'খোলামেলা নীতি'।

মিখাইল গর্বাচেভ

# স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)



স্নায়ুযুদ্ধের অবসান (End of the Cold War)

আশির দশকে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্য দিয়ে তার অবসান ঘটে। ১৯৮৭সালে দুই পরাশক্তির মধ্যে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এতে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের একটি বড় অংশ ধ্বংস করতে দুই পরাশক্তি ঐকমত্যে পৌঁছে। অতঃপর ১৯৮৯ সালের ২ এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এক নিবন্ধের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের ঘোষণা প্রদান করে। ঐ বছরেরই ৩ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ মাল্টায় শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। এ শীর্ষ সম্মেলন থেকে উভয়ে উভয় দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করেন।

# স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)



স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের কারণ (Causes of the End of the Cold War)

রুশ-মার্কিন অস্ত্র প্রতিযোগিতা (Russia-USA Competition of Weapon): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পারস্পরিক অবিশ্বাস থেকে নিরাপত্তার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন) মারণাস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে তোলে। ষাটের দশকে এসে উভয় দেশের কর্তাব্যক্তিরা অনুধাবন করেন যে, এ ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করেই উভয় দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে সমঝোতার মাধ্যমে সহাবস্থানের নীতি গৃহীত হয় যা স্নায়ুযুদ্ধ অবসানে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।

ন্যাম-এর ভূমিকা (Role of NAM)

রুশ-মার্কিন বলয়ের বাইরে প্রায় শতাধিক রাষ্ট্র জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এ আন্দোলনের মাধ্যমে উভয় জোটের অস্ত্র প্রতিযোগিতার তীব্র সমালোচনা করা হয়। এর ফলে স্নায়ুযুদ্ধের মদদদাতা দেশগুলোর মধ্যে বোধোদয় ঘটে। তারা হতাশ হয়ে এ যুদ্ধের গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়।

# স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)



দ্বি-মেরুবাদের অবসান (End of Bi-Polarization)

সময়ের পরিবর্তনে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ওয়াশিংটনের নির্দেশ হুবহু পালন করতে অস্বীকার 'করে। এদিকে সাম্যবাদী দেশগুলোও মস্কোর নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে। যেমন- যুগোশ্লাভিয়া, চীন ইত্যাদি। এর ফলে বিশ্বে দ্বি-মেরুবাদের প্রভাব হ্রাস পায় যা স্নায়ুযুদ্ধের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন
(Internal Change in Soviet Union)

আশির দশকে মিখাইল গর্বাচেভের পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত নীতি সোভিয়েত জনগণকে উদারনীতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। ফলে দীর্ঘদিনব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের ধকল সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দারিদ্রদ্র্য জনগনকে পশ্চিমের সমৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। ফলে সাম্যবাদের কঠিন নিগড় থেকে তারা গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে নব্বই দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়।

# স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন (Internal Changes in USA)

দীর্ঘদিনের স্নায়ুযুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও পরিবর্তনের সূচনা করে। ট্রুম্যানের সময়কাল থেকেই পেন্টাগনের নির্দেশে হোয়াইট হাউসের কর্তাব্যক্তিরা সামরিক খাতে জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ ব্যয় করেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে তারা বুঝতে পারেন যে, সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে শিল্প খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে না পারলে পরিবর্তিত বিশ্ব-বাস্তবতায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। ফলে ওয়াশিংটন ধীরে ধীরে নিজেকে স্নায়ুযুদ্ধ থেকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

# স্নায়ুযুদ্ধের পরম পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১)



মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব (Ideological Conflict)

স্নায়ুযুদ্ধের শুরুতে মতাদর্শগত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত মিত্ররা তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে। পরবর্তীতে এসব রাষ্ট্র নিজস্ব প্রয়োজনে মস্কো ও ওয়াশিংটনের কর্তৃত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে স্নায়ুযুদ্ধের গুরুত্ব হালকা হয়ে যায়। পরিশেষে বলা যায়, স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসের এক স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়ের নাম। কার্ল ভিকোরেসির মতে, 'The Cold war was a very short episode in the history of Europe', বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এর শুরু এবং ষাটের দশকে গিয়ে এটি তার তেজ হারিয়ে ফেলে। আশির দশকে এসে এ যুদ্ধ বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে। নব্বই দশকে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে।

# THANK YOU